আলী হাসান উসামা

জান্নাতের সবুজ পাখি

জান্নাতের সবুজ পাখি

আলী হাসান উসামা

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২৩
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০২০

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳৫৭০, US $20, UK £17

প্রচ্ছদ : সানজিদা সিদ্দিকী কথা

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96590-6-8

Jannater Sobuj Pakhi
by **Ali Hasan Usama**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantordk
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের—আমরা যাঁর গুণকীর্তন করি, যাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবং যাঁর কাছে পাপমুক্তির আবেদন জানাই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

জিহাদ। মাজলুম এই ফরজ বিধান নিয়ে আমাদের রয়েছে নানা লুকোচুরি, আছে হীনম্মন্যতা; অথচ কুরআন-হাদিসে রয়েছে তার বিস্তর আলোচনা। দীনের মৌলিক গ্রন্থসমূহেও জিহাদসংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিধানের আলোচনা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তারপরও আমাদের মধ্যে দেখা দেয় নানা সংশয়, নানা দ্বিধা। জিহাদ সর্বদাই ফরজ—কখনো ফরজে আইন আবার কখনো-বা ফরজে কিফায়া।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি লেখকের পঞ্চম মৌলিক রচনা। এতে তিনি জিহাদবিষয়ক ইলম প্রচার-প্রসার ও এতৎসংশ্লিষ্ট সংশয় দূরীকরণার্থে হাদিসের নয়টি কিতাব ঘেঁটে এ বিষয়ক প্রয়োজনীয় সহিহ হাদিস সন্নিবন্ধ করেছেন। আমিরুল মুজাহিদিন মাওলানা মাসউদ আজহার হাফিজাহুল্লাহ মুসলিম উম্মাহর প্রতি এই গুরুত্ববহ আবেদনটি রেখেছিলেন প্রায় দেড় যুগ আগে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা এ মাটির আলিম আলী হাসান উসামাকে এই মহান খিদমতের জন্য কবুল করেছেন। বস্তুত জিহাদের বিশুদ্ধ ধারণা ও সঠিক জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে এ বিষয়ক কুরআনের আয়াত ও রাসুল ﷺ-এর সহিহ হাদিস থেকে পাথেয় সংগ্রহের বিকল্প নেই।

গ্রন্থটির শুরুতে 'জিহাদের তত্ত্বকথা' শিরোনামে ভূমিকাস্বরূপ এক দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে, যেখানে কুরআন-সুন্নাহ, ফিকহ ও যুক্তির আলোকে জিহাদের হাকিকত, তত্ত্ব ও হিকমাহ স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি প্রচলিত কিছু সংশয় নিরসন করা হয়েছে। সুতরাং গ্রন্থটির মূলপাঠ অধ্যয়নের আগে এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাটি হৃদয়ঙ্গম করা একান্ত অনিবার্য। হাদিসের ক্ষেত্রে প্রতিটি হাদিসের মূল ইবারতের সঙ্গে সাবলীল অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য জায়গায় টীকা সংযোজন করা হয়েছে।

উম্মাহর ঘরে ঘরে উদ্দিষ্ট বিষয়ে হাদিসকেন্দ্রিক তালিমের পরিবেশ গড়ে ওঠার স্বপ্নই

গ্রন্থটি রচনার মূল নিয়ামক। তালিমের জন্য ইমান, সালাত, সাওম, হজ, সাদাকা, কুরআন, ইলম, জিকির, সহিহ নিয়ত, মুসলিমদের সম্মান, ইসলামি শিষ্টাচার এবং দাওয়াত ও তাবলিগবিষয়ক হাদিসসমূহের সংকলনগ্রন্থ বিদ্যমান থাকলেও মাজলুম ফরজ জিহাদবিষয়ক হাদিসসমূহের স্বতন্ত্র কোনো সংকলন চোখে পড়ে না। যে কারণে মুসলিমরা আমলিভাবে এই ফরজ থেকে বঞ্চিত রয়েছে, চর্চার অভাবে এর ইলম থেকেও তারা দূরে বসবাস করছে। ফলে সমাজে এ ব্যাপারে অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ চাইলে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি সেই শূন্যতা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

গ্রন্থটির নাম গৃহীত হয়েছে রাসুল ﷺ-এর একটি হাদিস থেকে। *সহিহ মুসলিমে* আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে—'শহিদদের রুহসমূহ (জান্নাতের) সবুজ পাখির উদরে রক্ষিত থাকে, যা আরশের সঙ্গে ঝুলন্ত দীপাধারে বাস করে। জান্নাতের সর্বত্র তারা যেখানে চায় সেখানে বিচরণ করে।' বলা বাহুল্য, জিহাদ নিয়ে সমাজে যেসব প্রান্তিকতা—চরম উগ্রতা বা মাত্রাতিরিক্ত শিথিলতা ছড়িয়ে পড়েছে, তা দূর করতে এর সহিহ ইলম প্রসারের বিকল্প নেই। একমাত্র নববি দীপাধার থেকে উৎসারিত আলোকই পারে সমাজকে সঠিক নির্দেশনা দিতে এবং এর পরতে পরতে পুঞ্জীভূত আঁধার তাড়াতে।

গ্রন্থটির গুরুত্ব বিবেচনায় প্রকাশের আগে আমরা কয়েকবার পড়েছি। বানান ও ভাষাসংক্রান্ত কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন আবদুল্লাহ আরাফাত ও দিলশাদ মাহমুদ। আল্লাহ তাদের পরিশ্রমের উত্তম বিনিময় দান করুন। যাবতীয় প্রচেষ্টা তাঁর জন্য কবুল করুন।

এখন আপনাদের হাতে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ। এই সংস্করণে গ্রন্থটি নতুনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে। কয়েকটি বানান সংশোধন করা হয়েছে। কাজটি করেছেন মুতিউল মুরসালিন ও আলমগীর হুসাইন মানিক।

গ্রন্থটির যা কিছু উত্তম তার জন্য সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা মহান রাব্বুল আলামিনের; আর যা কিছু অপূর্ণতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অসংগতি—এসবের দায় সম্পূর্ণ আমাদের। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তাঁর জন্য কবুল করুন; আর আমাদের সবাইকে শাহাদাতের মৃত্যু নসিব করুন। আমিন।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
৮ জুলাই ২০২০

সূচিপত্র

অভিমত # ১১

মুখবন্ধ # ১৩

১ম অধ্যায়	:	জিহাদের তত্ত্বকথা	১৭
২য় অধ্যায়	:	সাহায্যপ্রাপ্ত দল	৪৯
৩য় অধ্যায়	:	জিহাদের লক্ষ্য ও ফজিলত	৫৬
৪র্থ অধ্যায়	:	আল্লাহর পথে বিনিদ্র প্রহরার মর্যাদা	৭৮
৫ম অধ্যায়	:	মুজাহিদদের মর্যাদা	৮১
৬ষ্ঠ অধ্যায়	:	শাহাদাতের ফজিলত ও তা কামনার বিধান	৮৪
৭ম অধ্যায়	:	ইসলামের দৃষ্টিতে শহিদ কারা	৯১
৮ম অধ্যায়	:	প্রকৃত মুজাহিদ পরিচিতি	৯৭
৯ম অধ্যায়	:	ইসলাম গ্রহণকারী কাফিরকে হত্যার বিধান	১০২
১০ম অধ্যায়	:	আজানের সুর কানে ভেসে এলে সেখানে আক্রমণ চালানোর বিধান	১১০
১১তম অধ্যায়	:	ইসলামের দাওয়াত পায়নি যারা, আগ্রাসী যুদ্ধ পরিচালনার আগে তাদের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশনা	১১২
১২তম অধ্যায়	:	যুদ্ধে মুশরিকের সাহায্য গ্রহণের বিধান	১১৫
১৩তম অধ্যায়	:	মুশরিকদের বিতাড়নের নির্দেশ	১১৯
১৪তম অধ্যায়	:	গুপ্তচরের শাস্তি	১২১
১৫তম অধ্যায়	:	জিহাদের নীতি ও নির্দেশিকা	১২৪
১৬তম অধ্যায়	:	সেনাদের খোঁজখবর রাখা	১৩০
১৭তম অধ্যায়	:	জিহাদ না করে মৃত্যুবরণের ক্ষতি	১৩৩

১৮তম অধ্যায় : অক্ষমদের ব্যাপারে ঘোষণা ১৩৫
১৯তম অধ্যায় : মুজাহিদদের সহযোগিতার ফজিলত ১৩৬
২০তম অধ্যায় : জিহাদে দানের ফজিলত ১৪৩
২১তম অধ্যায় : মুজাহিদদের পরিবারবর্গের মর্যাদা ১৪২
২২তম অধ্যায় : নারীদের জিহাদে অংশগ্রহণ ১৪৩
২৩তম অধ্যায় : নৌযুদ্ধের ফজিলত ১৪৮
২৪তম অধ্যায় : রোম ও পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ১৫০
২৫তম অধ্যায় : যুদ্ধে নারী ও শিশুহত্যা ১৫৩
২৬তম অধ্যায় : ঘাতক ও নিহতের পরিণাম ১৫৬
২৭তম অধ্যায় : কোনটি আগে : জিহাদ না আত্মশুদ্ধি ১৫৮
২৮তম অধ্যায় : জিহাদে আল্লাহর জিকির ১৬১
২৯তম অধ্যায় : রাসুল ﷺ ছিলেন শত্রুর অন্তরে ভীতি সৃষ্টিকারী ১৬৩
৩০তম অধ্যায় : দুর্বলদের কারণে সাহায্য আসে ১৬৪
৩১তম অধ্যায় : আমিরের নেতৃত্বে যুদ্ধ ১৬৭
৩২তম অধ্যায় : আমিরের সচেতনতা ১৬৮
৩৩তম অধ্যায় : যুদ্ধ হলো কৌশল ১৭০
৩৪তম অধ্যায় : আগুনে পুড়িয়ে শাস্তির বিধান ১৭১
৩৫তম অধ্যায় : যুদ্ধকালে সুগন্ধি ব্যবহার ১৭৩
৩৬তম অধ্যায় : রোজার ওপর জিহাদের প্রাধান্য ১৭৪
৩৭তম অধ্যায় : যুদ্ধের সঠিক সময় ১৭৫
৩৮তম অধ্যায় : মুজাহিদদের ইসতিকবাল ১৭৬
৩৯তম অধ্যায় : সালাতুল খাওফ ১৭৮
৪০তম অধ্যায় : জিহাদ থেকে পলায়ন ১৮০
৪১তম অধ্যায় : মুখ দ্বারা জিহাদ ১৮২
৪২তম অধ্যায় : নাফসের জিহাদ ১৮৪
৪৩তম অধ্যায় : কঠিন সময়ে জিহাদ ১৮৫
৪৪তম অধ্যায় : জিহাদের সাওয়াব প্রাপ্তির অফুরন্ত সুযোগ ১৮৬

৪৫তম অধ্যায় : শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার পূর্বে দুআ ১৮৮
৪৬তম অধ্যায় : শহিদের মৃত্যুযন্ত্রণা ১৯০
৪৭তম অধ্যায় : বাহিনী, সেনাদল ও সফরসঙ্গী কতজন হওয়া উত্তম ১৯১
৪৮তম অধ্যায় : জিহাদ সর্বদা জারি থাকবে ১৯২
৪৯তম অধ্যায় : ঝান্ডা ও পতাকা ১৯৫
৫০তম অধ্যায় : যুদ্ধে সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার ১৯৬
৫১তম অধ্যায় : বাহিনী বিন্যস্তকরণ ১৯৭
৫২তম অধ্যায় : জিহাদে প্রহরার ফজিলত ১৯৯
৫৩তম অধ্যায় : দূত ও বার্তাবাহকের বিধান ২০২
৫৪তম অধ্যায় : যুদ্ধকালে নীরব থাকার নির্দেশনা ২০৪
৫৫তম অধ্যায় : যুদ্ধকালে অহংকার প্রদর্শন ২০৫
৫৬তম অধ্যায় : অঙ্গ কেটে বিকৃত করা নিষেধ ২০৬
৫৭তম অধ্যায় : অস্ত্রশস্ত্র ২০৭
৫৮তম অধ্যায় : বন্দি হত্যা ২০৯
৫৯তম অধ্যায় : দায়লাম ও কনস্টান্টিনোপল বিজয় ২১১
৬০তম অধ্যায় : গাজওয়াতুল হিন্দ ২১২
৬১তম অধ্যায় : এই উম্মাহর সন্ন্যাসী জীবন ২১৩
৬২তম অধ্যায় : কাফিরদের সঙ্গে বসবাস ২১৪
৬৩তম অধ্যায় : কাফিরদের জোটবদ্ধ আক্রমণ ২১৫
৬৪তম অধ্যায় : মুসলিম গোয়েন্দা ২১৭
৬৫তম অধ্যায় : হারাম মাসে যুদ্ধ ২১৯
৬৬তম অধ্যায় : জাহান্নামি ব্যক্তিও জিহাদ করে ২২০
৬৭তম অধ্যায় : ঘোড়া প্রতিপালন ২২২
৬৮তম অধ্যায় : তিরন্দাজি ২৩১
৬৯তম অধ্যায় : গনিমত উত্তম রিজিক ২৩৬
৭০তম অধ্যায় : গনিমত বণ্টনের পদ্ধতি ২৪০
৭১তম অধ্যায় : ফাইয়ের বিধান ২৫৫

৭২তম অধ্যায় : গনিমত আত্মসাৎ ২৬৫
৭৩তম অধ্যায় : যুদ্ধবন্দি নারীদের বিধান ২৭৩
৭৪তম অধ্যায় : বন্দি বিনিময়ের বিধান ২৭৬
৭৫তম অধ্যায় : খুমুসের বিধান ২৭৭
৭৬তম অধ্যায় : দাসের অংশ ২৭৯
৭৭তম অধ্যায় : আল্লাহর অনুগ্রহে স্বাধীন ২৮০
৭৮তম অধ্যায় : সন্ধিচুক্তি ২৮২
৭৯তম অধ্যায় : বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা ২৮৮
৮০তম অধ্যায় : জিজয়া ২৯০
৮১তম অধ্যায় : উশর ২৯৯

অভিমত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

আমরা এমন একটি সময় অতিক্রম করছি, যখন কুরআন-হাদিসের আলোকে শরিয়তের যেকোনো মাসআলার অবাধে তাহকিকের অনুমতি নেই। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র তথা প্রতিষ্ঠিত কুফরি মতবাদগুলোর গায়ে আঁচড় লাগে বা এসবের সম্পূর্ণ বিপরীত কোনো ইলমি তাহকিক, আলোচনা-পর্যালোচনা, প্রচারপত্র, সবকিছুই এখন মৌখিক ঘোষণার পাশাপাশি সাংবিধানিকভাবেই নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে কুফরি শক্তিও তার ষড়যন্ত্রের সকল জাল বিছিয়ে সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখছে। পাশাপাশি ইসলামের কর্ণধাররাও নিজেদের নিয়ন্ত্রণ এবং আত্মরক্ষায় সর্বোচ্চ ধৈর্য ও কৌশল ব্যবহার করে চলেছেন। প্রয়োজনে এমন কাজ না করে বা এমন কাজের নিন্দা করে হলেও আত্মরক্ষা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছেন; কিন্তু শরিয়তের ফরজ দায়িত্বগুলো তার যোগ্য ব্যক্তির হাতে তখনই বেশি শাণিত হয়, যখন সে বাধার সম্মুখীন হয়। আলোর মশাল তখনই অধিক দীপ্তিময় হয়, যখন আঁধার অনেক বেশি ঘনীভূত হয়। আঘাত তখনই লক্ষ্যভেদ করে যেতে পারে, যখন প্রতিপক্ষ আঘাতকে প্রতিহত করতে আসে। আর এর বাস্তবতাই আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। আলহামদু লিল্লাহ!

শত্রুদের শত্রুতার সর্বনিকৃষ্ট কুটিলতা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাদের সর্বোচ্চ শক্তির প্রদর্শন আমাদের দৃষ্টি এড়াচ্ছে না। তারা আমাদের চোখের সামনেই সর্বগ্রাসী আয়োজন সেরে নিচ্ছে। কুফর-শিরক ব্যাপকভাবে তার ঘাঁটি গেড়ে ফেলেছে। অলিগলিতে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে মূর্তিস্থাপন ও মূর্তিপূজা নিত্যদিনের অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। যারা উম্মাহর কর্ণধার দাবি করে তাদের সঙ্গে আইম্মাতুল কুফরের অসম্ভব রকমের খাতির জমে উঠেছে। ইমানের দাবিদার ও তাদের নেতৃবর্গ ইমানি আন্দোলনবিরোধী অবস্থান নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনোপ্রকার রাখঢাকের প্রয়োজনবোধ করছেন না। ইলমচর্চার সর্বোচ্চ অঙ্গনগুলো থেকে تحريف الغالين، انتحال المبطلين ও تاويل الجاهلين ইত্যাদির মূলোৎপাটনের ফিকির না করে বরং সেগুলোর প্রতি উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। ইমানি

আন্দোলনের পথিকদের বিভিন্নভাবে হেয়প্রতিপন্ন, তুচ্ছতাচ্ছিল্য, গালমন্দ করাসহ বিভিন্নভাবে অপবাদ দেওয়া যেন সকল মজলিসের নিত্যকার রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর সে কারণেই, আল্লাহর পথের যে-সকল মুজাহিদ তাদের সামান্য পুঁজি নিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করে শত্রুর চোখে চোখ রেখে এগিয়ে চলেছে, যে-সকল সাহসী লেখক, গবেষক ও দায়ি পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে কুরআন-হাদিসকে স্বমহিমায় উম্মাহর সামনে উপস্থাপন করে চলেছে, তাদের সেসব কাজে যে দীপ্তি, জ্যোতি, তেজ, স্বচ্ছতা ও দৃঢ়তা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা যেন অভূতপূর্ব। ওয়ালিল্লাহিল হামদ!

পৃথিবীর এই শেষবিকেলে ইমানদীপ্ত সজাগ-সচেতন যে একদল আলিমের পদচারণায় মুমিনদের আঙিনাগুলো ইমানি চেতনায় মুখরিত, যাদের আনাগোনায় আমি ও আমরা আপ্লুত, যাদের দেখানো স্বপ্নে প্রজন্মের ভবিষ্যৎ স্বপ্নীল হয়ে উঠছে, মুহতারাম আলী হাসান উসামা তাদের অন্যতম।

জান্নাতের সবুজ পাখি গ্রন্থটি যেমন তাঁর লেখা হিসেবে খুবই মানানসই, ঠিক তিনিও এ গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে একজন উপযুক্ত ব্যক্তি। আল্লাহর কাছে মিনতি, আল্লাহ তাআলা এ বইয়ের লেখক, পাঠকসহ সংশ্লিষ্ট সকল সহযোগীকে জান্নাতের সবুজ পাখি উপাধিতে ভূষিত করুন। আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন।

আল্লামা জুনাইদ বাবুনগরী (রাহিমাহুল্লাহ)
রমজানুল মুবারক ২, ১৪৪১
এপ্রিল ২৬, ২০২০

মুখবন্ধ

আমাদের এ মিছিল নিকট অতীত থেকে অনন্তকালের দিকে
আমরা বদর থেকে উহুদ হয়ে এখানে,
শত সংঘাতের মধ্যে এ কাফেলায় এসে দাঁড়িয়েছি।
কে প্রশ্ন করে আমরা কোথায় যাব?
আমরা তো বলেছি আমাদের যাত্রা অনন্ত কালের।

উদয় ও অস্তের ক্লান্তি আমাদের কোনোদিনই বিহ্বল করতে পারেনি।
আমাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত,
আমাদের রক্তে সবুজ হয়ে উঠেছিল মুতার প্রান্তর।
পৃথিবীতে যত গোলাপ ফুল ফোটে তার লাল বর্ণ আমাদের রক্ত,
তার সুগন্ধ আমাদের নিঃশ্বাসবায়ু।

আমাদের হাতে একটিমাত্র গ্রন্থ আল কুরআন,
এই পবিত্র গ্রন্থ কোনোদিন, কোনো অবস্থায়, কোনো তৌহীদবাদীকে থামতে দেয়নি।
আমরা কী করে থামি?

আমাদের গন্তব্য তো এক সোনার তোরণের দিকে যা এই ভূ-পৃষ্ঠে নেই।
আমরা আমাদের সঙ্গীদের চেহারার ভিন্নতাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না,
কারণ আমাদের আত্মার গুঞ্জন হু হু করে বলে
আমরা এক আত্মা, এক প্রাণ।
শহিদের চেহারার কোনো ভিন্নতা নেই।

আমরা তো শাহাদাতের জন্যই মায়ের উদর থেকে পৃথিবীতে পা রেখেছি।
কেউ পাথরে, কেউ তাঁবুর ছায়ায়,
কেই মরুভূমির উষ্ণবালু কিংবা সবুজ কোনো ঘাসের দেশে।

আমরা আজন্ম মিছিলেই আছি,
এর আদি বা অন্ত নেই।

পনেরো শত বছর ধরে সভ্যতার উত্থান-পতনে আমাদের পদশব্দ একটুও থামেনি।
আমাদের কত সাথিকে আমরা এই ভূ-পৃষ্ঠের কন্দরে কন্দরে রেখে এসেছি—
তাদের কবরে ভবিষ্যতের গুঞ্জন একদিন মধুমক্ষিকার মতো গুঞ্জন তুলবে।

আমরা জানি,
আমাদের ভয় দেখিয়ে শয়তান নিজেই অন্ধকারে পালিয়ে যায়।
আমাদের মুখাবয়বে আগামী উষার উদয়কালের নরম আলোর ঝলকানি।
আমাদের মিছিল ভয় ও ধ্বংসের মধ্যে বিশ্রাম নেয়নি, নেবে না।

আমাদের পতাকায় কালেমা তাইয়েবা,
আমাদের এই বাণী কাউকে কোনোদিন থামতে দেয়নি
আমরাও থামব না।

—আল মাহমুদ

সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সুনানুন নাসায়ি, সুনানু আবি দাউদ, সুনানুত তিরমিজি, সুনানুদ দারিমি, সুনানু ইবনি মাজাহ, মুসনাদু আহমাদ এবং *মুয়াত্তা মালিক*—হাদিসের এই কালজয়ী নয়টি গ্রন্থ থেকে ইসলামের মাজলুম ফরজ জিহাদবিষয়ক সহিহ হাদিসের সংকলন হলো আমাদের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ *জান্নাতের সবুজ পাখি*। পুনরুক্তি ছাড়া প্রায় ৩৫০টি বিশুদ্ধ হাদিস এতে সংকলিত হয়েছে। আমরা এই গ্রন্থে কোনো জয়িফ (দুর্বল) হাদিস উল্লেখ করিনি। জাল, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট বর্ণনা তো নয়ই। এর প্রতিটি হাদিসের বিশুদ্ধতা যাচাই করে তবেই এই গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে। হ্যাঁ, এমন হয়েছে যে, কোনো হাদিস শাস্ত্রীয় নীতির আলোকে এবং শাস্ত্রজ্ঞ ইমামগণের বক্তব্য অনুসারে সহিহ; তবে হালজামানার কোনো হাদিসবিশারদ ভুলবশত সেটাকে জয়িফ বলে আখ্যায়িত করেছেন, এমন কিছু হাদিস আমরা উল্লেখ করেছি। তবে এমন প্রায় জায়গায় সংশ্লিষ্ট টীকায় আমরা এসব হাদিসের বিশুদ্ধতার তাহকিক উপস্থাপন করেছি।

প্রতিটি হাদিসের সঙ্গে তাখরিজ (গ্রন্থসূত্র) রয়েছে। প্রায় সব হাদিসের শুরুতে স্বতন্ত্র শিরোনাম যোগ করা হয়েছে, যাতে সাধারণ পাঠকদেরও এর মর্মার্থ অনুধাবনে বেগ পেতে না হয়, সকলেই যেন হাদিসগুলো পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। মুসলিমদের ঘরে ঘরে যেন এই হাদিসগ্রন্থের তালিম হয়, নির্বিশেষে সকলের অন্তরেই

যেন দীন বিজয়ের স্বপ্ন এবং শাহাদাতের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, সেই মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

উহারা চাহুক দাসের জীবন, আমরা শহীদি দরজা চাই;
নিত্য মৃত্যু-ভীত ওরা, মোরা মৃত্যু কোথায় খুঁজে বেড়াই!
ওরা মরিবে না, যুদ্ধ বাঁধিলে ওরা লুকাইবে কচুবনে,
দন্তনখরহীন ওরা তবু কোলাহল করে অজ্ঞানে।

—নজরুল

আমাদের আধ্যাত্মিক মুরুব্বি আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী (রাহিমাহুল্লাহ) আমাদের এই গ্রন্থনাটি দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং শুভকামনা ব্যক্ত করেছেন। আমরাও দুআ করি, আল্লাহ তাআলা যেন এ গ্রন্থ এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে তাঁর পথের মুজাহিদ হিসেবে কবুল করেন। আমিন।

আলী হাসান উসামা
alihasanosama.com

১ম অধ্যায়

জিহাদের তত্ত্বকথা

এক. আল্লাহর করুণা ও দয়া

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য প্রদত্ত প্রতিটি আদেশ-নিষেধ বান্দার প্রতি তাঁর একেকটি করুণা ও দয়া।

জমিনে কপাল রাখো, মুরতাদ ও শাতিমে রাসুলদের গর্দান উড়িয়ে দাও, সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি রোজা রাখো, চোরের হাত কেটে দাও, হজের সময় আরাফার বালুমাটিতে কিছু সময় অবস্থান করো, জিন্দিকের শিরশ্ছেদ করে দাও, শয়তানকে পাথর মারার ইবরাহিমি সুন্নাহর অনুকরণে ইট-বালু-সিমেন্টের তৈরি খুঁটিতে পাথর নিক্ষেপ করো, আমার দুশমন হিন্দু-বৌদ্ধ-ইয়াহুদি-খ্রিষ্টান-নাস্তিকদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা রাখো, আমার জিকির করো, সম্মিলিত কোনো ফরজ আদায় করতে গেলে আমির নির্ধারণ করে নাও, তাকওয়া অর্জনের জন্য পশুর গলায় ছুরি চালাও, তোমাদের শাসক মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে জোরপূর্বক ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দাও, সালাতের জন্য পবিত্রতা অর্জন করো, পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি-মাটির ব্যবস্থা রাখো, শিরক-কুফর থেকে আল্লাহর জমিনকে পবিত্র করতে তির-ধনুক-বল্লম প্রস্তুত করো, শক্তি অর্জন করো, শরিয়তের প্রতিটি অধ্যায়ের ইলম হাসিল করো, ইলমের দাবি অনুযায়ী আমল করো, ব্যভিচারের মতো অপকর্মে লিপ্ত হলে শত গুণের অধিকারী অবিবাহিত মানুষটিকেও ১০০ চাবুক মারো; আর বিবাহিত হলে পাথর ছুড়ে হত্যা করো, ইসলামি শরিয়াহ বাস্তবায়নের জন্য একজন খলিফা নির্বাচন করো, ধনী ব্যক্তির অর্জিত সম্পদের ৪০ ভাগের ১ ভাগ জাকাত হিসেবে গরিবদের বিলিয়ে দাও, বিশ্বের কোথাও কোনো মুসলিম বা ইসলামি ভূখণ্ড আক্রান্ত হলে তা উদ্ধারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ো, আল্লাহর বন্ধুকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো এবং আল্লাহর দুশমনকে দুশমন জ্ঞান করো।

এগুলো এবং এগুলোর মতো আরও শত-হাজার হুকুমের প্রত্যেকটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের জন্য একেকটি দয়া, করুণা ও স্নেহের প্রকাশ। কারণ, এগুলো

আল্লাহর হুকুম। আল্লাহপ্রদত্ত হুকুমগুলো বান্দার জন্য শতভাগ কল্যাণকর, যার কিছু বান্দার বোঝে আসে, আর কিছু বোঝে আসে না। কখনো বোঝে আসে, আবার কখনো বোঝে আসে না। বোঝে আসুক বা না আসুক, কোনো হুকুম আল্লাহর হুকুম হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার পর তা বাস্তবায়ন করাই দায়িত্ব এবং সেটা বান্দার উপকার বয়ে আনে।

আল্লাহর প্রতিটি হুকুমই সুন্দর। কারণ তা আল্লাহর হুকুম। আল্লাহর প্রতিটি হুকুমই উপকারী। কারণ তা আল্লাহর হুকুম। আল্লাহর প্রতিটি হুকুমই অনিবার্য। কারণ তা আল্লাহর হুকুম। আল্লাহর প্রতিটি হুকুমই মানুষের কাছে সম্মানিত। কারণ তা আল্লাহর হুকুম। আল্লাহর প্রতিটি হুকুমই অলঙ্ঘনীয়। কারণ তা আল্লাহর হুকুম। বান্দার কাছে আল্লাহর প্রতিটি হুকুমই বড়। কারণ তা আল্লাহর হুকুম।

আল্লাহর হুকুমে কোনো অসৌন্দর্য নেই, কোনো নিষ্ঠুরতা নেই, কোনো অমানবিকতা নেই, কোনো অশালীনতা নেই, কোনো অসাধ্যতা নেই, কোনো বাড়াবাড়ি নেই, কোনো শিথিলতাও নেই।

দুই. দুটি শক্তি : হিজবুল্লাহ ও হিজবুশ শয়তান

পৃথিবীর সকল মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত। একটি আল্লাহর দল, আরেকটি শয়তানের দল। দুই দলের কাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন, সম্পূর্ণ বিপরীত। দুই পক্ষের অনেক অনেক কাজ। তবে দুই পক্ষের কাজগুলো সম্পূর্ণ বিপরীত মেরু ও ধারার। দুই দলের সহজ পরিচয়—এক পক্ষ আল্লাহর পথে লড়াই করে, আরেক পক্ষ তাগুতের পক্ষে লড়াই করে।

﴿اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا﴾

যারা ইমান এনেছে, তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা তাগুতের পথে লড়াই করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের দোসরদের সঙ্গে লড়াই করো। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।
[সুরা নিসা : ৭৬]

যেদিন থেকে দল দুটোর আত্মপ্রকাশ, সেদিন থেকে পক্ষ দুটোর লড়াই শুরু। যতদিন দল দুটোর অস্তিত্ব বাকি থাকবে, ততদিন পক্ষ দুটোর লড়াইও চলমান থাকবে। ইবলিসের ঘোষণা ছিল,

﴿قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ﴾

সে বলল, হে আমার প্রতিপালক, যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট

করেছেন, তাই আমি কসম করে বলছি, আমি মানুষের জন্য পৃথিবীতে আকর্ষণ সৃষ্টি করব এবং তাদের সবাইকে বিপথগামী করব। [সূরা হিজর : ৩৯]

তার বিপরীতে আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন,

﴿فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا﴾

তোমরা শয়তানের দোসরদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। [সূরা নিসা : ৭৬]

﴿وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۭ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ﴾

তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও, যাবৎ-না ফিতনা নির্মূল হয় এবং দীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। তারপর তারা যদি ক্ষান্ত হয়, তবে জালিম ছাড়া অন্য কারও ওপর কঠোরতা করা উচিত নয়। [সূরা বাকারা : ১৯৩]

উভয় দলের মাঝে ঘাত-প্রতিঘাত অব্যাহত থাকবে। এতে উভয় পক্ষ একে অপরের আঘাতে জর্জরিত হতে থাকবে। তবে আল্লাহর দল দুটি ক্ষেত্রে শয়তানের দলকে উতরে যাবে। এক. তারা সঠিক অর্থে মুমিন হলে তাদের বিজয় নিশ্চিত। দুই. তারা আঘাতপ্রাপ্ত হলেও পরকালের ব্যাপারে তারা আশাবাদী। পক্ষান্তরে শয়তানের দলের কোনো আশা নেই।

﴿وَلَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَاۗءِ الْقَوْمِ ۭ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا﴾

তোমরা তাদের অনুসন্ধানে দুর্বলতা দেখিয়ো না। তোমাদের যদি কষ্ট হয়ে থাকে, তবে তাদেরও তো তোমাদেরই মতো কষ্ট হয়েছে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে এমন জিনিসের আশা করো, যার আশা তারা করে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান। [সূরা নিসা : ১০৪]

শয়তানের দলের মুখোশধারী একটি অংশ আল্লাহর দলের লোকদেরকে শত্রুর ভয় দেখাতে থাকে। মুখোশধারী এ অংশটি মূলত শয়তানেরই দোসর।

﴿اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ○ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ